গাংনীতে হিজবুত তাওহীদের এক কর্মী গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ জিয়াউর রহমান ওরফে জিয়া(৩২) নামের এক হিজবুত তাওহীদের কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

শনিবার ভোর রাতে তাকে তার নিজ বাড়ি বামন্দী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ওই গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে। একটি সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বজলুর রহমান জানান, শুক্রবার বিকালে হিজবুত তাওহীদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার দাবীতে মতবিনিময় সভা শেষে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন কাজিপুর গ্রামের হুমায়ুন কবির (৩২) ও নওদাপাড়া গ্রামের রতন আলী (২১)।

তারা নিশিপুর হিজবুত তাওহীদের জামে মসজিদের সামনে পৌঁছুলে হিজবুত তাওহীদের ২০/ ২৫ জন কর্মী অতর্কিত হামলা চালায় ও মারপিট করে।

এ ঘটনায় হুমায়ুন কবীর বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামী হওয়ায় জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীর বামন্দীতে মার্সেল কোম্পানির ফ্রিজ উপহার পেল ক্রেতা

গাংনীর বামন্দী তাজ ইলেকট্রনিক্স মার্সেল কোম্পানির এক্সক্লুসিভ শোরুম থেকে একটি মাত্র ফ্রিজ কিনে ই্ক্যাশ কার্ড ঘষাতেই উপহার হিসেবে ক্রেতা পেল আরো একটি ফ্রিজ উপহার।

সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের সুজন আলীর হাতে একটি ফ্রিজ উপহার হিসেবে তুলে দেয়া হয়।

এ সময় মার্সেল কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার মোঃ মহিবুল্লাহ, বামন্দী বাজার এর মার্সেল কোম্পানির এক্সক্লুসিভ শোরুম তাজ ইলেকট্রনিক্স এর স্বত্ত্বাধিকারী, জিয়াদুল ইসলাম লিজন সহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

তাজ ইলেকট্রনিক্স এর সত্ত্বাধিকারী জিয়াদুল ইসলাম লিটন জানান কোম্পানির ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন এইট এর আওতায় মার্সেল কোম্পানির বিভিন্ন প্রোডাক্ট ক্রয়ে পুরস্কৃত করা হচ্ছে ভাগ্যবান ক্রেতাদের।

গতবছর কল্যাণপুর গ্রামের রেক্সোনা খাতুন একটি মার্সেল কোম্পানির ফ্রিজ কিনে উপহার পান একটি প্রাইভেটকার।

গাংনীর রামনগরে যুবলীগের জিয়ার বল প্রদান

গাংনী উপজেলার ৪ নং বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের ফুটবল খেলোয়াড়দের মাঝে বামন্দী ই্উনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়ারুল হক একটি ফুটবল প্রদান করেছে।

গতকাল শনিবার বিকালে রামনগর ফুটবল মাঠে বল প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন, বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর ওয়ার্ডেও ইউপি সদস্য মোঃ হাবিল, সাবেক ইউপি সদস্য মোঃ পান্না, ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলীম এছাড়াও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

গাংনীর বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়কে যান চলাচল বন্ধ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়ক দীর্ঘ এক যুগেও সংস্কার না হওয়ায় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

এ কারণে ঐ অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষ চরম বিপাকে পড়েছে। দ্রত সময়ের মধ্যে সংস্কার করে আবারও চলাচলে উপযোগী করে তোলার দাবি এলাকাবাসির।

জানা গেছে, প্রায় দুই বছর পূর্বে ১ কোটি ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে বামন্দী কাজিপুর সড়কের টেন্ডার পায় চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর এলাকার মেসার্স জাকাউল্লাহ এন্ড ব্রাদার্স।

এলজিইডি কর্তৃপক্ষ কার্যাদেশ দিতে গড়িমশি করার কারণে ঠিকাদার জাকাউল্লাহ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। মামলায় ঠিকাদারের পক্ষে থাকলেও এলজিইডি কর্তৃপক্ষ আপিল করার কারণে মামলাটি ঝুলে রয়েছে বলে দাবি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের।

স্থানীয়রা জানান, বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়কে সব ধরনের গাড়ী চলাচল বন্ধ রয়েছে। একারণে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিতে পারছেনা। কাজিপুর বালিয়াঘাট অঞ্চলের লাখো মানুষকে দেবিপুর হয়ে বামন্দী সহ বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। একদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে অপরদিকে বাড়তি ভাড়াও গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

কয়েকজন অটোবাইক চালক জানান, বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়কে সব ধরনের গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকায় তারা সংসার পরিজন নিয়ে কষ্টে আছেন। তাই দ্রত সময়ের মধ্যে সড়ক পূর্ণ নির্মাণের দাবি করেন তারা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আসাদুল ইসলাম জানান, বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়কে চলতে গিয়ে গত দু মাসে অন্তত শতাধিক দূর্ঘটনা ঘটেছে। দূর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ করেছে অন্তত ৫০ জন। জন প্রতিনিধি হয়ে জনগণের কষ্ট দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোন উপায় নেই। তিনি সাময়িক ভাবে চলাচলের জন্য ইটবালি দিয়ে উপযোগি করে গড়ে তোলার দাবি করেন।

বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যাম শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি রিসিভ

করেননি।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ শেখ জানান, মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তি করে সড়ক সংস্কারের চেষ্টা চলছে। আসা করা যাচ্ছে আগামী দু এক মাসের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে। এ বিষয়ে মেহেরপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: আছাদুজ্জামানের সরকারি মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ করেনি।

মামলার বাদী ঠিকাদার জাকাউল্লাহ জানান, চলতি মাসের ৩০ তারিখে মামলার দিন ধার্য আছে। ধার্য তারিখে মামলাটি নিস্পত্তি করার চেষ্টা করা হবে।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান জানান, ঠিকাদার ও এলজিইডি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করছি চলতি মাসের ৩০ তারিখে মামলার সমাধান হবে। সমাধান হওয়া মাত্রই কাজ শুরু করা হবে।

বামন্দি হাট উন্নয়নে বরাদ্দের অর্ধকোটি টাকা নয়ছয়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দি গরুর হাট উন্নয়ন প্রকল্পের অর্ধকোটির টাকার ৩১টি কাজের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে মাত্র দুইটি। বাকি গুলোর মধ্যে কোন কাজ হয়েছে আংশিক আবার কোন কাজ একেবারেই হয়নি। উন্নয়ন বরাদ্দের প্রায় অর্ধকোটি টাকার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে বাজার কমিটির সভাপতি বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল বিশ্বাসের কার্যকলাপ নিয়ে। কাজ না করে বিল হাতিয়ে নওয়ার পায়তারা করছে বলেও অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ি হাট-বাজার ইজারার ১৫ শতাংশ অর্থ সংশ্লিষ্ট হাট-বাজার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়।

সে অনুযায়ি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মেহেরপুর জেলার বামুন্দি গরু হাট ,কসাই খানা বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষনাবেক্ষন ও

উন্নয়নের জন্য প্রায় অর্ধকোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

২০১৮ সালের ১০ ডিসেম্বর উপজেলা হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বামুন্দি বাজার উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মানের জন্য ৩১টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। যে সভার সভাপতিত্ব করেন সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিঞ্চু পদ পাল।

বামুন্দি বাজার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় অনমোদিত প্রকল্পের বেশির ভাগ কাজই করা হয়নি। ২৮ লক্ষ্য টাকার বালি ভরাটে ১৪টি প্রকল্প করা হয়েছে নাম মাত্র। এছাড়াও একটি টিন শেড ও মসজিদ উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে।

বাকি প্রকল্প গুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাস্তা এইচবি করন, ড্রেন নির্মান, কসাই খানার টিন শেড ও মেঝে নির্মান, মুরগি ও কবুতর বিক্রির স্থানে টিন শেড ইত্যাদি। এই অর্থ বছর শেষ হতে চললেও কাজ এখনো শুরু করা হয়নি। কবে নাগাদ হবে বা আদৌ হবে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে।

বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য কামাল হোসেন বলেন, সব কাজ এখনো হয়নি। আমার জানা মতে দুইটি কাজ হয়েছে এবং সেই কাজের বিল পেয়ে গেছে। বাকি কাজের মধ্যে বালি ভরাট করা হয়েছে।

বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান ও বাজার কমিটির সভাপতি শহিদুল বিশ্বাসের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কাজের বিষয়ে আমি বলতে পারেবো না আপনারা অন্য জায়গায় খোজ নেন বলে ফোন কেটে দেন।

উপজেলা উপসহকারি প্রকৌশলী তৌহিদুল ইসলাম জানান, আমার জানা মতে দুইটি কাজ হয়েছে। এছাড়াও বালি ভরাটের কাজ হয়েছে কিন্তু এখনো আমরা জায়গাটি পরিদর্শন করিনি।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ বলেন, এই কাজের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। আমার আগে যিনি দায়িত্বে ছিলেন তার হাতেই কাগজপত্র স্বাক্ষর হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা খাতুন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, দুইটি কাজের বিল দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বালি ভরাটের কাজটি আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বলেছি পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে। সেটি দেখার পর বিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি জানান,

এই অর্থ বছরের মধ্যেই বাকি কাজ গুলো করতে হবে। কাজ না করে বিল নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রতিটি কাজ বুঝে পাওয়ার পর বিল প্রদান করা হবে।

মেপ্র/আজেএম

বামন্দীতে পল্লী বিদ্যুৎ এর এজিএম কে প্রাণ নাশের হুমকিতে লিটন মেম্বরের নামে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী পল্লী বিদ্যুতের এ জি এম কম মো: মোতাছিম বিল্লাহকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত ও প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়ায় বামন্দী ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের মেম্বর লিটনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে বামন্দী পল্লী বিদ্যুতের জোনাল ম্যানেজার মো: মোতাছিম বিল্লাহ বাদি হয়ে থানায় মামলা করেন।

বাদি মো: মোতাছিম বিল্লাহ জানান, সকালের দিকে আমাদের অফিসে ছাতিয়ান গ্রামের লিটন মেম্বর আসে এবং গাছ কাটার জন্য বিদ্যুত বন্ধ করে রাখতে বলে।
এ সময় ম্যানেজার মোতাছিম বিল্লাহ মেম্বর লিটনকে আবেদন করতে বললে সে আবেদন না করেই তাকে বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে দিতে চাপ প্রয়োগ করে এবং ম্যানেজার মোতাছিম বিল্লাহ’র গালে থাপ্পড় দিয়ে “তোকে দেখে নেব, আমাকে সবাই চেনে” এ ধরণের হুমকি দেয় বলে জানান, বামন্দী পল্লী বিদ্যুতের এ জি এম মোতাছিম বিল্লাহ।

এ ঘটনায় মেম্বর লিটনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, বামন্দী পল্লী বিদ্যুতের এ জি এম মো: মোতাছিম বিল্লাহকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত ও প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়ায় মেম্বর লিটনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

মেপ্র/ আরপি